ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

নাজমুল হুদা মিনা

২৬ এপ্রিল ২০১৮

প্রেক্ষাপট

- তৈরি পোশাক খাত প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প খাত যা মোট দেশজ রপ্তানির ৮১.২৩% (২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট রপ্তানি ২৮, ১৪৯.৮৪ মিলিয়ন ডলার) এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান ১৪.৭%
- এটি একটি শ্রমঘন প্রাতিষ্ঠানিক খাত, কর্মরত শ্রমিক ৪ মিলিয়ন; এ খাতে কর্মরত শ্রমিকের মধ্যে নারী শ্রমিকের হার ৬০% (এটি ক্রমান্বয়ে কমছে, ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ৮০%, ২০১৬ সালে ৬৪%); দেশের মোট কর্মরত নারী শ্রমিকের ৬৪% তৈরি পোশাক খাতে নিয়োজিত
- রানা প্লাজা দুর্ঘটনা তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ (টিআইবি, ২০১৩)- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের কার্যক্রমে আইনের শাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, কারখানা নিরাপত্তা, শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত
- রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী এ খাতের বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি এবং তা থেকে উত্তরণে টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণে টিআইবির প্রতিবছর ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- টিআইবি তৈরি পোশাক খাতের সুশাসনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান ফলো-আপ গবেষণা পরিচালনা করেছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

তৈরি পোশাক খাতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের নির্দেশকসমূহ

নির্দেশক	বিষয়বস্তু
আইন, নীতি ও আইনের প্রয়োগ	আইন ও নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার; রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী দায়েরকৃত মামলার নিষ্পত্তি, নীতি সহায়তা
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা ও বিকেন্দ্রিকরণ; জনবল, লজিস্টিকস ও প্রশিক্ষণ; ডিজিটাইজেশন, সমন্বয়
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা; কারখানার তথ্য প্রকাশ; পরিদর্শন ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন
জবাবদিহিতা	পরিদর্শন ও কার্যক্রম পরিচালনায় জবাবদিহিতা; অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
কারখানা নিরাপত্তা	বায়ার প্রতিষ্ঠান (অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স); সরকার (জাতীয় উদ্যোগ, আরসিসি), কারখানা সংস্কার
শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার	স্বাস্থ্য নিরাপত্তা; শোভন আচরণ ও কর্মপরিবেশ; ক্ষতিপূরণ ও বীমা ব্যবস্থা; মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ও ছুটি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা; সংগঠন করার অধিকার ও যৌথ দরকাষাকষির অধিকার (ট্রেড ইউনিয়ন, পার্টিসিপেটরি কমিটি ও সেফটি কমিটি)
শুদ্ধাচার	প্রতিষ্ঠানসমূহের শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি গুণগত গবেষণা
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ

- **প্রত্যক্ষ উৎস**
- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ
    - **তথ্যদাতার ধরন**

      কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, শ্রম মন্ত্রণালয় ও রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), পোশাক শ্রমিক, পোশাক খাত বিশেষজ্ঞ
- **পরোক্ষ উৎস**

  বিদ্যমান আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন
- **গবেষণার সময়কাল**

  গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়: এপ্রিল ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৮

  তথ্য সংগ্রহের সময়: মে ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল পোশাক খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

তৈরি পোশাক খাতে জড়িত অংশীজন

সরকারি

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-
  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,
  শ্রম পরিদপ্তর,
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শিল্প পুলিশ
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
- শ্রম আদালত

বেসরকারি ও অন্যান্য

- কারখানা মালিক
- মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ)
- শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন
- বায়ার (আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান)
- অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স
- আইএলও
- এনজিও

গবেষণার ফলাফল

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সার্বিক অগ্রগতি

- ২০১৩-১৮ সাল পর্যন্ত উদ্যোগসমূহের পর্যালোচনায় দেখা যায় ১০২টি উদ্যোগের মধ্যে ৩৯% এর অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে ও ৪১% এর অগ্রগতি চলমান; ধীরগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে বা স্থবির আছে ২০%

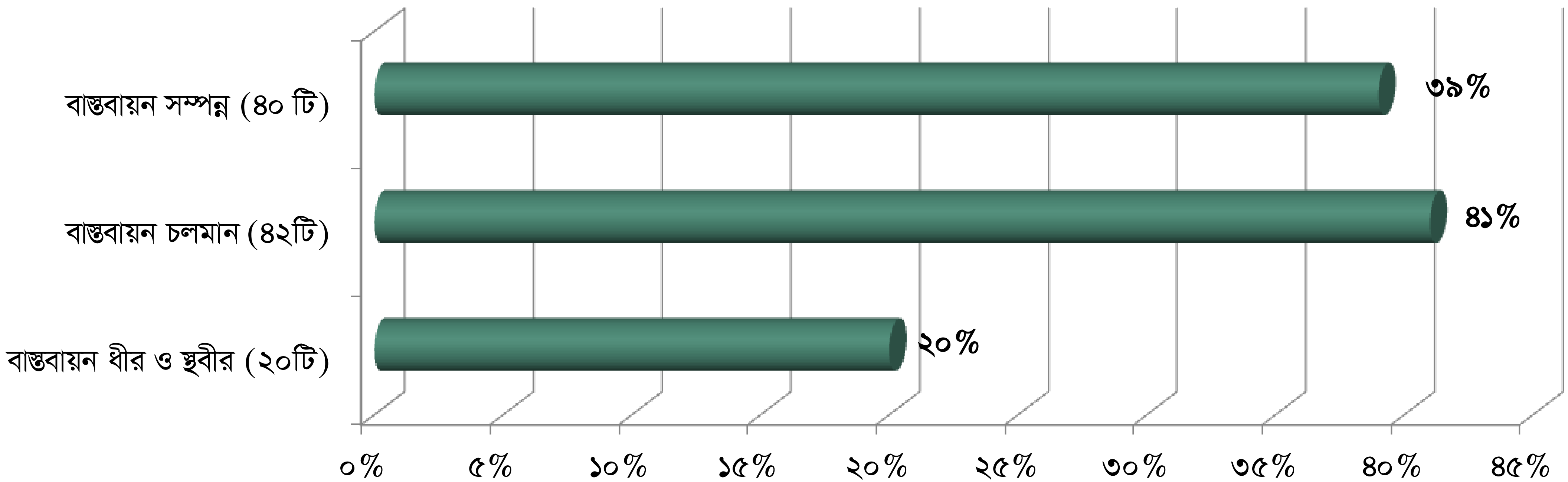

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন (২০১৩)	পুনরায় সংশোধনীর জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন এবং কমিটির সংশোধনী প্রস্তাব আইএলও'র "কমিটি অব এক্সপার্ট" এ উপস্থাপন	➢ আইএলওর "কমিটি অব এক্সপার্ট" এর পর্যবেক্ষণে সংশোধনী প্রস্তাব অসম্পূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত এবং বিভিন্ন ধারা সংশোধনের জন্য সরকারকে অনুরোধ- • ধারা ২(৪৯)- পূর্বে যাদের নিয়োগ ও বহিষ্কার করার ক্ষমতা আছে তারাই মালিক হিসেবে গণ্য হতো কিন্তু সংশোধনীতে মালিকের সংজ্ঞায়নে অনেক কর্মচারির অন্তর্ভুক্তি • ধারা ২(৬৫)- শ্রমিকের সংকুচিত সংজ্ঞায়নের কারণে অনেক শ্রমিক সংগঠিত হওয়ার অধিকার হরণ • ধারা ১৭৯(২,৫)- ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদনে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের বাধ্যবাধকতা যা শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকারের প্রতিবন্ধক • ধারা ২১১(১,৩,৪)- ধর্মঘট আহ্বানের অধিকার বিষয়ে অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতা ➢ এছাড়া আইনের বিভিন্ন ধারায় (ধারা-২৩, ২৭, ১৭৯(৫), ২৯১ ইত্যাদি) অপপ্রয়োগের অভিযোগ ➢ ২০১১ সালে সরকারি কর্মচারিদের প্রসুতিকালীন সুবিধা ২৪ সপ্তাহ করা হলেও শ্রমিকের জন্য তা কম হওয়া- রাষ্ট্র কর্তৃক অসম আচরণ

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫	➢ বছরে দুটি উৎসব ভাতার বিধান ➢ ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠনের বিধান	➢ ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে অংশগ্রহণ কমিটি দ্বারা শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির ব্যবস্থা, মালিক কর্তৃক যৌথ দরকষাকষিতে প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি ➢ কল্যাণ তহবিল থেকে গ্রুপ বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধের বিধান
ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ প্রণয়নের উদ্যোগ	আইএলও কনভেনশনের সাথে অসামঞ্জস্যতার জন্য সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশে ২০১৭ সালে আইনটি সংসদ হতে প্রত্যাহার, পুনরায় খসড়া তৈরির কার্যক্রম চলমান	➢ ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন এবং গণভোটের বিধানের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জটিল করা ➢ চাকরিচ্যুতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকা এবং পুনর্বহালের জন্য ইপিজেড শ্রম আদালতে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান না থাকা
অগ্নি নির্বাপন বিধিমালা, ২০১৪	মালিক পক্ষের আপত্তিতে (অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নযোগ্য না হওয়া, মালগুদাম মাসুল অতিরিক্ত হওয়া ইত্যাদি) নির্বাহি আদেশে সাময়িকভাবে স্থগিত করা ও পর্যালোচনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন	➢ মালিক পক্ষের চাপে বিধিমালা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা • অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঝুঁকি অব্যাহত • মাসুল হালনাগাদ না হওয়ায় সরকারের বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারানো

আইনের প্রয়োগ

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
রানা প্লাজার মালিক ও কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং শ্রম আদালতে একাধিক মামলা দায়ের	সিআইডি দায়েরকৃত মামলায় ২০১৫ সালে দন্ডবিধি আইনে ৪১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান	➢ আসামি পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ
	ইমারত আইনের মামলায় ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন	➢ আসামিদের ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে রিভিশন মামলা দায়ের এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় সাক্ষ্য গ্রহণ না হওয়া
দুদকের তিনটি মামলা দায়ের	একটি মামলায় চার্জশিট প্রদান, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তথ্য গোপনের মামলায় মার্চ ২০১৮ সালে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানার তিন বছর এবং তার মা'র ছয় বছরের কারাদন্ড	
তাজরিন ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের	২০১৫ সালে তাজরিন ফ্যাশন মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু	এখন পর্যন্ত মাত্র দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ
স্পেকট্রাম ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা	বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন মিলে ২০০৫ সালে হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের	➢ শুনানির জন্য মামলা তালিকায় অপেক্ষামান ➢ আইনের প্রয়োগে বাস্তব অগ্রগতির ঘাটতি

ব্যবসাবান্ধব নীতি সহায়তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি সহায়তা প্রদান	❑ তৈরি পোশাক ব্যাবসায় নীতি সহায়তা প্রদানে অগ্রগতি - • কর্পোরেট ট্যাক্স প্রস্তাবিত ২০% থেকে ১২% এবং গ্রীন ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ১০% নির্ধারণ • উৎস কর প্রস্তাবিত ১% থেকে ০.৭০% নির্ধারণ • অগ্নি নিরাপত্তার সরঞ্জাম আমদানিতে ৫% ডিউটি নির্ধারণ • বন্দর সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট মওকুফ • নতুন বাজারে প্রবেশে ৩% নগদ সহায়তা ❑ বন্ডেড ওয়্যার হাউসের মাধ্যমে কর সুবিধা অব্যাহত (২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৩,৬০০ কোটি টাকার কর অব্যাহতি যা রপ্তানি খাতের মোট অব্যাহতির ৯৬%)	➢ উৎস করের ক্ষেত্রে আয়ের উপর কর কর্তনের পরিবর্তে কার্যাদেশের উপর কর্তন- মালিক পক্ষ নেতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করছে ➢ সংসদে উপস্থাপিত শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায় ২৬টি প্রতিষ্ঠান তৈরি পোশাক শিল্প খাতভুক্ত (৪০২৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকার খেলাপি ঋণ)

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নয়ন (২০১৪) এবং বিকেন্দ্রিকরণ	৮টি বিভাগীয় ও ২৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে লাইসেন্স অনুমোদন ও পরিদর্শন ক্ষমতা প্রদান	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের জন্য আইএলও'র সহযোগিতায় এসওপি তৈরির গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি নাই (২০১৫)
শ্রম পরিদপ্তকে অধিদপ্তরে উন্নয়ন (২০১৭)	কার্যক্রম পরিচালনায় আইএলও'র সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন এসওপি প্রণয়ন	
রাজউকের কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণের উদ্যোগ	রাজউকের কার্যক্রম ৮টি জোনে বিভক্ত করে ২৪টি সাব-জোনে কার্যক্রম পরিচালনা, জোন পর্যায়ে ভবন তৈরির অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান	অনেক ক্ষেত্রে রাজউকভুক্ত অঞ্চলে এখনও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভবন নকশা অনুমোদনের অভিযোগ বিদ্যমান

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ	➢কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে ২৩৫ জন পরিদর্শক নিয়োগ ➢ ফায়ার সার্ভিসের ২১৮ জন ওয়্যার হাউস ইনসপেক্টর নিয়োগ ➢ রাজউকের ২২ জন পরিদর্শক ও ১২২ জন সহকারি পরিদর্শক নিয়োগ চলমান	➢কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা না পাওয়ায় এবং বাহির হতে নিয়োগের অনুমতি না পাওয়ায় ১৪৭টি বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক পদ পূরণ না হওয়া- • ৮০ লক্ষ প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিদর্শক সংখ্যা মাত্র ৫৭৫ ➢দীর্ঘদিন রাজউকের পরিদর্শক পদসমূহে নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়া
➢পরিদর্শকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ	➢কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের ৬৪০ জনের ফাউন্ডেশন, ৩৬০ জনের আইন ও সেফটি সংক্রান্ত ৫টি বিষয়ে বিদেশে ৪০ জনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ➢ফায়ার সার্ভিসের ১৬৪ জন কর্মকর্তার ১৪টি দেশে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ	
প্রতিষ্ঠানসমূহে লজিস্টিকস বৃদ্ধির উদ্যোগ	ফায়ার সাভির্সের ১৬০ কোটি টাকার ফায়ার ফ্লোট, পানিবাহি গাড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয়	➢শিল্পাঞ্চলে ১১টি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ না হওয়া ৩০ মিটার উচ্চতার উর্ধ্বে কোনো ভবনের অগ্নি নির্বাপনের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের লজিস্টিকস ঘাটতি

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ	➢ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটাইজড ব্যবস্থায় পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে "লেবার ইনসপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (এলআইএমএ)" এর প্রবর্তন ➢ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও রাজউকে ই-ফাইলিং এর প্রচলন ➢ কারখানা লাইসেন্স ও নবায়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদন গ্রহণে অনলাইন সেবা প্রচলন (২০১৫) ➢ রাজউকের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদনে অনলাইন সেবার প্রচলন (২০১৬)	➢ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের অনলাইন সেবা গ্রহণে সাড়া কম ➢ রাজউকের অনলাইন সেবা গ্রহণে প্রচারণার ঘাটতি ও বাধ্যবাধকতা না থাকায় নকশা অনুমোদনের সেবা গ্রহণে সাড়া কম ➢ বিজিএমইএর হেল্প লাইন সেবার প্রচারণার ঘাটতি

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন	➢ শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার, মালিক ও কর্মী সংগঠনের সমন্বয়ে ২২ সদস্যের ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন (২০১৫) ➢ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আলোচনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহের পর্যায়ভিত্তিক প্রতিনিধি সম্বলিত “৫+৩” নামক গ্রুপ তৈরি (২০১৬) ➢ সরকার কর্তৃক এ খাতের টেকসই উন্নয়নে দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প পর্যায়ের খসড়া কৌশলপত্র তৈরি (২০১৭)	➢ একক কর্তৃপক্ষ না থাকায় এখনও কারখানা মালিকদের ১৭ টি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সনদ নিতে হয় ➢ রানা প্লাজা পরবর্তীতে গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়ন যেমন- ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, রিমেডিয়েশন কার্যক্রমে আর্থিক চাহিদা নিরূপণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা

কারখানা নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
দেশি ও বিদেশি অংশীজন কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে কারখানা পরিদর্শন ও সংস্কারে সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ	➢ জাতীয় উদ্যোগ, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক তালিকাভুক্ত প্রায় সকল কারখানায় (৪৩৪৬টি) প্রাথমিক পরিদর্শন ➢ সমন্বিত উদ্যোগের ৬৮% (২০৮০) কারখানার সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি • অ্যাকর্ডভুক্ত ৮৯%, অ্যালায়েন্সভুক্ত ৯০% কারখানার ৭০%-১০০% সংস্কার বাস্তবায়ন • জাতীয় উদ্যোগভুক্ত কারখানাসমূহের ২৯% কারখানার ২৫%-২৭% কারেকটিভ অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন	➢ সমন্বিত উদ্যোগের প্রায় ৩২% (৯৮২টি) কারখানার অগ্রগতি ৫০% এর নিচে হয়েছে ➢ অ্যাকর্ড কর্তৃক কোনো একটি কারখানার সংস্কার বাস্তবায়নের ঘাটতির কারণে ঐ গ্রুপের সকল কারখানার সাথে ব্যবসা বন্ধের অভিযোগ ➢ জাতীয় উদ্যোগভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারে ধীর অগ্রগতি- আর্থিক সক্ষমতার অভাব ও ভাড়া ভবনে অবস্থিত ৪৪৬টি কারখানার সংস্কারে কৌশলগত চুক্তির ঘাটতি ➢ অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স (৫১৫টি) ও জাতীয় উদ্যোগভুক্ত (৫৯৭টি) মোট ১১১২টি (পরিদর্শনকৃত কারখানার ২৬%) এবং অন্যান্য কারণে প্রায় ১২০০ কারখানা বন্ধ বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে - প্রায় ৪ লক্ষ শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতি, যদিও বিজিএমইএ'র তথ্য মতে ৭৭৮টি নতুন কারখানায় ৬ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান ➢ নতুন কারখানাসমূহ অ্যাকর্ডভুক্ত হতে না পারায় সংশ্লিষ্ট বায়ারদের সাথে ব্যবসা করতে না পারা

কারখানা নিরাপত্তা

মূল্যায়ন	অ্যাকোর্ড (কারখানা সংখ্যা)	অ্যালায়েন্স (কারখানা সংখ্যা)	জাতীয় উদ্যোগ(কারখানা সংখ্যা)	মোট
প্রাথমিক তালিকাভুক্ত	২০৯৬	৮৫০	১৫৩৯	৪৪৮৫
প্রাথমিক পরিদর্শন	২০২২	৭৮৫	১৫৩৯	৪৩৪৬
পরিদর্শন হয় নাই	৭৫	০	০	৭৫
তালিকা পরিবর্তন	৪০		১৯৬	২৩৬
ব্যবসা/কারখানা বন্ধ	৩৫০	১৬৫	৫৯৭	১১১২
বর্তমান ফলো-আপ ভুক্ত কারখানা	১৬৩১	৬৮৫	৭৪৫	৩০৬১
অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে (১০০%)	১৪২	২৩৪	০	৩৭৬ (১২%)
অগ্রগতি চলমান (৭০%-৯০%)	১৩১৮	৩৮৬	০	১৭০৪ (৫৬%)
ধীর অগ্রগতি (০%-৫০%)	১৭২	৬৫	৭৪৫	৯৮২ (৩২%)

কারখানা নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক কারখানা সংস্কারে তহবিল গঠনের উদ্যোগ	➢ জাইকার কারখানা সংস্কারের জন্য ২৭৪ কোটি টাকার এবং সবুজ ও টেকসই কারখানার জন্য এডিবির ২০ মিলিয়ন ডলার ও আইএফসির ৪০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন • ইউএস গ্রীন বিল্ডিং হতে ৬৭টি কারখানার সনদপ্রাপ্তি এবং ২৮০টি কারখানা সনদের জন্য নিবন্ধিত	➢ যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং সমন্বয়হীনতার কারণে জাইকার তহবিল দীর্ঘদিন ধরে কাজে না লাগাতে পারা
পোশাক পল্লী তৈরির উদ্যোগ	➢ ২ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মিরসরাইয়ে ৫০০ একর জমিতে পোশাক পল্লী তৈরির পরিকল্পনা • বিজিএমইএ কর্তৃক ভূমির মূল্য বাবদ ৫০ কোটি টাকা বেজাকে প্রদান • ৬৮টি প্রতিষ্ঠানের প্লট বরাদ্দের আবেদন • অল্প খরচে ও সহজ কিস্তিতে প্লট বরাদ্দের সুযোগ	➢ সাবকন্ট্রাক্ট নির্ভর ও ছোট কারখানাসমূহ পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পোশাক পল্লী তৈরির পরিকল্পনার অগ্রগতি না হওয়া ➢ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাবকন্ট্রাক্ট নির্ভর কারখানার জন্য গাইড লাইন তৈরির কোনো অগ্রগতি না হওয়া

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
বায়ার প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কার্যক্রমের মেয়াদ পরবর্তী সরকারি উদ্যোগে সংস্কার কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠনের উদ্যোগ	➢ ১৪ মে ২০১৭ সালে আরসিসি'র প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু • সরকারের পাঁচটি দপ্তর (কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর এবং তিনটি টাস্কফোর্সের সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা • ১টি কারখানা পরিদর্শন (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ফেব্রুয়ারী ২০১৮) ➢ আইএলও কর্তৃক আরসিসি'র কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ৫০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন ও ৪৭ জন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী নিয়োগের প্রতিশ্রুতি	➢ সংস্কার বাস্তবায়নে আরসিসি'র কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতি • আইএলও কর্তৃক প্রতিশ্রুত তহবিল গঠন অগ্রগতি না হওয়ায় বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী নিয়োগ না হওয়া • সক্ষমতার ঘাটতির কারণে মালিকদের আস্থার অভাব • মালিকপক্ষের প্রভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্ভাব্য দীর্ঘসূত্রতার ঝুঁকির কারণে বায়ার সংগঠনের আস্থার অভাব ➢ আরসিসি পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি বিষয়ে এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব ➢ আরসিসির সক্ষমতা নিরূপণের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ (অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকার) ব্যবস্থায় মালিক পক্ষের সংযুক্তিকরণ এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখার ফলে মালিকপক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি

জবাবদিহিতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগ	➢ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শনে জবাবদিহিতা আনয়নে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে মনিটরিং টিম গঠন এবং ডিজিটাল মনিটরিং এর ব্যবস্থা • জেলা পর্যায়ে গণশুনানী আয়োজনের উদ্যোগ • হেল্পলাইন চালু- ৮৮১টি অভিযোগ গ্রহণ এবং নিস্পত্তি ২৪৬টি (২৭%) (২০১৬-১৭) ➢ শ্রম অধিদপ্তর- ৫০টি অভিযোগ গ্রহণ, নিস্পত্তি ২৭টি (৫৪%) (২০১৬-১৭) ➢ বিজিএমইএর আরবিট্রেশন সেল- ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা পাওনা আদায়ের দাবী ➢ বায়িং হাউজসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া নীতি প্রণয়ন (২০১৮)	▪ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের (২০১৩-২০১৭) দায়েরকৃত ৪৪০৪টি মামলা নিস্পত্তি না হওয়া ▪ হেল্পলাইন সেবার প্রচারণা না থাকা এবং অভিযোগ প্রদানে শ্রমিকদের আস্থার ঘাটতি ▪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিস্পত্তি সেল গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হওয়া

স্বচ্ছতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে উদ্যোগ	➢ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে কারখানার পরিদর্শনকৃত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি এবং শ্রম অধিদপ্তরে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের ডাটাবেজ তৈরি ➢ কারখানাসমূহের সকল প্রকার তথ্য সন্নিবেশিত করার জন্য "ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং ফর আরএমজি ইন বাংলাদেশ"নামক প্রকল্প চালু ➢ ৩১টি বায়ার কর্তৃক সাপ্লাইচেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ ➢ বিজিএমইএ'র ডাটাবেজে এখন পর্যন্ত ২১৬৬টি কারখানার ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারির বায়োমেট্রিক তথ্য সন্নিবেশিত	▪ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত তথ্য হালনাগাদ না করা ▪ অধিকাংশ (প্রায় ৭৫০টি) বায়ার কর্তৃক এখনও সাপ্লাইচেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ না করা

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মজুরি পর্যালোচনার উদ্যোগ	➢ ২০১৩ সালে মজুরি বোর্ড কর্তৃক ৭৬% মজুরি বৃদ্ধি করে ন্যূনতম মজুরি ৫৩০০ টাকা নির্ধারণ ➢ ৯৮% কমপ্লায়েন্ট কারখানায় সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি প্রদান ➢ ২০১৭ সালে সরকার কর্তৃক মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে আইনগত সীমারেখার মধ্যে "মজুরি বোর্ড" গঠন এবং মজুরি পর্যালোচনার উদ্যোগ	➢ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট কারখানা ও সাবকন্ট্রাক্ট নির্ভর কারখানাগুলোতে ন্যূনতম মজুরি প্রদান না করা ➢ প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক তুলনাযোগ্য দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি • বাংলাদেশ ৬৮ ডলার, কম্বোডিয়া ১৯৭ ডলার, পাকিস্তান ৯৪ ডলার, ভারত ১৬০ ডলার, ভিয়েতনাম ১৩৬ ডলার, ফিলিপাইন ১৭০ ডলার ➢ মজুরি বোর্ডে সর্বাধিক ফেডারেশন আছে এমন কনফেডারেশনের এবং সংশ্লিষ্ট খাতের সাথে জড়িত (বিধি ১২১) শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের নিয়ম থাকলেও তা না মানা- রাজনীতিকরণের অভিযোগ ➢ ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির পরবর্তীতে কাজের টার্গেট বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা

প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরির তুলনামূলক চিত্র

দেশ	জিডিপি পার ক্যাপিটা (পিপিপি)	ন্যূনতম মজুরি (ডলার)	অন্যদেশের তুলনায় বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি যা হওয়া উচিত
ভারত	৬০৯২	১৬০	৯৩
পাকিস্তান	৪৮৬৬	৯৪	১২৮
কম্বোডিয়া	৩৪৬৩	১৯৭	২০২
ফিলিপাইন	৭২৩৬	১৭০	৮৩
ভিয়েতনাম	৫৯৫৫	১৩৬	৮১
বাংলাদেশ	৩৫৬৬	৬৮	---

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
❑ প্রতিদিন শ্রমিকের মতামতের উপর ভিত্তি করে ২ ঘন্টা অতিরিক্ত কর্মঘন্টা নির্ধারণের বিধান ❑আইনে মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং উৎসবকালীন ছুটির বিধান	অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টার পাওনা নিয়ম অনুযায়ী প্রদান	➢ প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ২ ঘন্টার পরিবর্তে ৪ ঘণ্টা নির্ধারণ ➢ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টার্গেট স্থির করা এবং এর জন্য মজুরি হতে টাকা কর্তন অথবা বিনা মজুরিতে অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা ➢ অনেকক্ষেত্রে, কারখানায় শ্রমিকদের প্রাপ্য ছুটি না দেওয়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটির টাকা না দেওয়া ➢কিছু ক্ষেত্রে, শ্রমিককে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান না করে ২-৫% মজুরি কর্তন ➢কিছু ক্ষেত্রে, আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সরকারি ছুটির দিন কাজ বন্ধ রাখার কারণে পরবর্তী সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করানোর অভিযোগ

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
❑প্রসূতিকালীন সুবিধায় প্রাপ্ত ছুটি প্রদানে উদ্যোগ ❑স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোগ	➢ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদান • ৮১% (বিজিএমইএ, ২০১৭) ➢ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ২৯টি থেকে ৩২টিতে উন্নীত • শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে "শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা" নামক অ্যাপস তৈরি ➢ ৫০০০ শ্রমিকের অধিক কারখানাসমূহে স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র • ৮০% (বিজিএমইএ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ২০১৭) ➢ অধিকাংশ কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ	➢ সরকারি কর্মচারিদের প্রসুতিকালীন সুবিধা ২৪ সপ্তাহ করা হলেও শ্রমিকের জন্য তা কম (১৬ সপ্তাহ); আবার অনেক ক্ষেত্রে, এই সুবিধাও সম্পূর্ণ প্রদান না করা • প্রসূতিকালীন ছুটি প্রদান করা হলেও শ্রম আইনানুযায়ী ১৬ সপ্তাহ না দেওয়া • প্রসব পূর্ব ৮ সপ্তাহ আগে আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত মজুরি প্রদানের নিয়ম না মানা • কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসুতিকালে চাকুরিচ্যুত করা ➢ অনেকক্ষেত্রে, কারখানায় লাইন সুপারভাইজার কর্তৃক খারাপ ব্যবহার ➢ কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রে, আইনগতভাবে যে হারে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা তা না দেওয়া • একজন কল্যাণ কর্মকর্তার পক্ষে দায়িত্ব পালন সম্ভব না হওয়া • বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে মালিকের স্বার্থে কাজ করার অভিযোগ

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ	➢ রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তিতে ৫০০টি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন (পূর্বের ১৩২টিসহ বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৬৩২টি) ➢ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম সহযোগিতার জন্য ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন	➢ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী মাত্র ৩% কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি ➢ মালিকপক্ষ নিয়ন্ত্রিত ইউনিয়ন (পকেট ইউনিয়ন) ➢ নেতৃত্বের কোন্দল ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি ➢ ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগ
শ্রম বিধিমালায় ২০১৫ এ ৬ মাসের মধ্যে কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান	➢ ৫৭৩টি কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ফেব্রুয়ারী ২০১৮)	➢ শ্রমবিধিমালা প্রণয়নের প্রায় তিন বছর অতিবাহিত হলেও মাত্র ১৬% কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন ➢ ৩৭%-৪২% কারখানায় সেফটি রেকর্ডবুক ও সেফটি বোর্ড সংরক্ষণ করা হয় নি (বিজিএমইএ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, ২০১৭)
শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ আইন অনুযায়ী পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠনে নির্বাচনের বিধান	কারখানাসমূহে নির্বাচনের মাধ্যমে ৮৫০টি পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠন করা হয়েছে (শ্রম অধিদপ্তর, ফেব্রুয়ারী ২০১৮)	অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্টিসিপেটরি কমিটি কার্যকর না হওয়া- যৌথ দরকষাকষি ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি

শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
❑প্রতিটি রপ্তানি কার্যাদেশের ০.০৩ শতাংশ কর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় তহবিল গঠন ❑শ্রম বিধিমালায় ২০১৫ এ গ্রুপ বীমা বাধ্যতামূলক করা	➢ সরকার কর্তৃক কেন্দ্রিয় তহবিল ও দুর্ঘটনাজনিত বীমার সমন্বয়ে দুর্ঘটনা কবলিত প্রত্যেক শ্রমিককে ৫ লাখ টাকা প্রদানের উদ্যোগ • অক্টোবর ২০১৬ থেকে এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত ১১১২ জন শ্রমিককে ২২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা প্রদান ➢ নতুন অ্যাকর্ডে চাকুরিচ্যুত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণের বিধান	➢কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিলের আপদকালীন হিসাব থেকে গ্রুপ বিমার প্রিমিয়াম দেওয়ার কারণে কল্যাণ তহবিলের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়া ➢সরকারের অঙ্গীকার সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইএলও কনভেনশন (১২১) স্বাক্ষর না করা ➢সংস্কারের ফলে শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে অ্যালায়েন্স কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান থাকলেও ক্ষতিপূরণ না দেওয়া এবং অ্যাকর্ডে এ ধরনের চুক্তি না থাকা • অ্যালায়েন্স পরিদর্শনে প্রায় ১-১.৫ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হলেও মাত্র দুটি কারখানার ৬৬৭৬ জন শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান • দায় এড়ানোর জন্য কারখানা বন্ধের পরিবর্তে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করা যা কারখানা বন্ধের সামিল ➢রানা প্লাজা পরবর্তী ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গঠন-পরবর্তীতে বেঞ্চ ভেঙ্গে যাওয়ায় সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সম্ভাবনায় ঝুঁকি সৃষ্টি

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার চর্চায় উদ্যোগ	➢ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রতিমাসে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপের ব্যবস্থা ➢ দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় রাজউকের সকল সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের শুদ্ধাচার চর্চায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ➢ শুদ্ধাচার চর্চার জন্য রাজউক ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে পুরষ্কার প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রণোদনার ব্যবস্থা	➢ ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম পরিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১০-১৫ হাজার টাকার নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ ➢ কিছু ক্ষেত্রে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক অভিযোগ তদন্তে কারখানার মালিকপক্ষের সামনে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ- শ্রমিকের নিপীড়নের শিকার ও চাকুরিচ্যুতির অভিযোগ- অভিযোগ প্রদানে শ্রমিকের আস্থার ঘাটতি হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী পাঁচ বছরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে কারখানা নিরাপত্তা, তদারকি, শ্রমিকের মজুরি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লক্ষণীয়, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে এখনও ঘাটতি বিদ্যমান

২. মালিকপক্ষ কর্তৃক রপ্তানি বৃদ্ধি ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় নি

৩. সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রগতি হলেও ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, পরিদর্শক নিয়োগ, অনলাইন সেবাসমূহ ব্যবহারবান্ধব করা ইত্যাদি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান

৪. শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিক পক্ষের প্রভাব অব্যাহত

৫. শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, সংগঠন করার অধিকার, অসুস্থতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয় নি

৬. বায়ার প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনকৃত অধিকাংশ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহে কোনো অগ্রগতি হয় নি, এক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে এ খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি বিদ্যমান

৭. বায়ার প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ পরবর্তীতে কারখানা নিরাপত্তা টেকসই করণে গঠিত রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার ঘাটতির কারণে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়ার ঝুঁকি

৮. সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না

সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশমালা
১	তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য একক কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে
২	শ্রম আইন, ২০০৬ এ বিদ্যমান ঘাটতি বিশেষ করে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, প্রসূতিকালীন ছুটি, সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে
৩	দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে
৪	মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত অধিকার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে
৫	সাব-কন্ট্রাক্ট নির্ভর ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং এ সকল কারখানার মালিকদের কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহজ শর্তে তহবিলে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে
৬	সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদার কারখানার নাম প্রকাশ করতে হবে এবং কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ না করাসহ অন্যান্য অনৈতিক আচরণ বন্ধ করতে হবে
৭	কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিল হতে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান রহিত করতে হবে

সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশমালা
৮	রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল কার্যকর করার লক্ষ্যে- • সরকার, বায়ার ও আইএলওর সমন্বিত উদ্যোগে আরসিসি'র আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে • আরসিসির কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে • আরসিসি'র কার্যক্রম টেকসইকরণে বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে